শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক এ্যাডভোকেসি ওরিয়েন্টশন কর্মসূচীর প্রতিবেদন

আর্থিক সহায়তায় : মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

কারিগরি সহযোগীতায়: গণসাক্ষরতা অভিযান, ঢাকা

বাস্তবায়নে:

গণসাক্ষরতা অভিযান,ঢাকা

এবং

ওআরএ- করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

প্রতিবেদন গ্রহণ কারী:নির্বাহী পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪,হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭

প্রতিবেদন জমাদান কারী:
অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ওআরএ)
জেমিনি টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ
মোবা: ০১৭১১৬২২৬০৯, ০১৭১৫৩৮৯৬৩৮

শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক এ্যাডভোকেসি ওরিয়েন্টশন
কর্মসুচীর প্রতিবেদন

০১.কর্মসুচীর শিরোনাম : শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক এ্যাডভোকেসি ওরিয়েন্টশন
০২.কর্মসুচীর স্থান : হিউম্যান এডুকেশন রিসোর্স এন্ড ট্রেনিং (HERT) ,নোয়াকান্দি, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।
০৩.কর্মসুচী বাস্তবায়ন সময় : ১১-০৯-২০১২ ইং হতে ১৩-০৯-২০১২ ইং পর্যন্ত

০৪.প্রশিক্ষনার্থী পরিচিতি ও সংখ্যা:

শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক এ্যাডভোকেসি ওরিয়েন্টশন কর্মসুচীটি কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর প্রবন উপজেলা করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। করিমগঞ্জ উপজেলার করিমগঞ্জ পৌর সভা, নোয়াবাদ, গুনধর, এবং জয়কা ইউনিয়ন থেকে সর্ব মোট ৩৩ জন অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচিত করা হয় । নিম্নে অংশ গ্রহণ কারীদের তথ্য প্রদান করা হলো।

ইউ পি চেয়ারম্যান	কাউন্সিলর/ইউপি মেম্বার	হাইস্কুলের শিক্ষক	প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক	হাইস্কুলের এস,এম,সি মেম্বার	প্রাইমারী স্কুলের এস,এম,সি মেম্বার	এনজিও/সিভিল সোসাইটির সদস্য
০৩	০৩	০৫	০৮	০১	০৭	০৬

০৫. কর্মসুচীর সহায়ক বৃন্দের পরিচিতি:

শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক এ্যাডভোকেসি ওরিয়েন্টশন কর্মসুচীটি সফল বাস্তবায়নের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা থেকে বিষয় ভিত্তিক রিসোর্স পার্সনদেয় নিয়ে সেশনগুলো পরিচালনা করা হয় । সহায়ক হিসেবে যারা সহায়তা করেছেন তারা হলেন:

১. মো: আজহার আলী, জেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা , কিশোরগঞ্জ ।
২. মো: মোখলেছ উদ্দীন,উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা , করিমগঞ্জ ।
৩. মো: মাইন উদ্দীন, ট্রেনিং এনই এ্যাডভোকেসী কর্মকর্তা, পপি ।
৪. মো:নজরুল ইসলাম,প্রশিক্ষন সমন্বয়কারী, সারা ।
৫. এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম, প্রশিক্ষন বিষেশজ্ঞ এবং নির্বাহী পরিচালক, ওআরএ-কিশোরগঞ্জ ।
৬. মো: জামিল মোস্তাক, উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক, গণসাক্ষরতা অভিযান, ঢাকা ।

০৬.কোর্স পরিচালনা পদ্ধতি :

প্রশিক্ষনার্থী কেন্দ্রীক অংশ গ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওরিয়েন্টেশন কোর্সটি পরিচালিত হয়। সম্পূর্ন কোর্সটিকে অধিকতর অংশগ্রহণ মূলক করার জন্য নিম্মোক্ত প্রশিক্ষন পদ্ধতি / কৌশল অবলম্বন করা হয় সে গুলো হলো লেকচার-ডিসকাসন, ছোট দলীয় আলোচনা, বড় দলীয় আলোচনা, কাঠামোগত অভিজ্ঞতা, উপস্থাপন, বাজ দলীয় আলোচনা, প্রদর্শন ইত্যাদি ।

০৭.কোর্সে ব্যবহৃত প্রশিক্ষন সামগ্রী/ উপকরন:

সহায়ক ইকিউপমেন্ট : ওভারহেড প্রজেক্টর / মাল্টি মিডিয়া, লেপটপ ইত্যাদি
প্রশিক্ষন সামগ্রী : মার্কার, (পেপার ও বোর্ড), পোষ্টার পেপার, ভিপ কার্ড, কলম, রাইটিং পেড, নেইম কার্ড,মাসকিন টেপ এবং অংশগ্রহণকারীদের জন্য ব্যাগ ।

০৮.ভূমিকা:

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার । নারী পুরুষ সকল বয়সের জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই । শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড । একটি জাতির সামগ্রীক উন্নয়ন নির্ভর করে সে জাতির শিক্ষার উপর । শিক্ষার সঠিক সংগা নিরূপন করা খুবই কঠিন । তবে শিক্ষা বলতে শুধুমাত্র আক্ষরিক লেখাপড়া নয় । ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে বুঝায় মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করে মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা । স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পার হয়ে গেলেও অদ্যবদি এ দেশের ১০০% জনগন সাক্ষর সম্পন্ন হয়নি । বিগত সরকার থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সরকার পর্যন্ত শিক্ষার মান উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসুচী হাতে নেয়া হয়েছে । কিন্তু কেন জানি মান সম্মত শিক্ষা সুনিশ্চিত হচ্ছে না । হয়ত বা এর নানাবিধ কারণ রয়েছে । এমনি একটি পরিস্থিতিতে গণসাক্ষরতা অভিযান, ঢাক সহ সমগ্র দেশ ব্যাপী শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক এ্যাডভোকেসি ওরিয়েন্টশন কর্মসুচী পরিচালনার উদ্দোগ বাস্তব সম্মত, সময় উপযোগী যা কিনা প্রশংসার দাবী রাখে। কর্মসুচীটি গণসাক্ষরতা অভিযান, ঢাকা এবং ওআরএ-করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ-এর যৌথ উদ্দ্যোগে ওআরএ-এর প্রশিক্ষন কেন্দ্র "হিউম্যান এডুকেশন রিসোর্স এন্ড ট্রেনিং (HERT)",সেন্টার, নোয়াকান্দি, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ-এ অনুষ্ঠিত হয় ।

০৯. কর্মসুচীর উদ্ভোধনী অনুষ্ঠান:

কর্মসুচীর উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথী হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল করিমগঞ্জ উপজেলার মাননীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মো: গোলাম কবির কিন্তু অনিবার্য কারণ বশত: তিনি না আসতে পারায় তাঁর মনোনীত প্রতিনীধি জনাব মো: মোখলেছ উদ্দীন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা প্রধান অতিথির পক্ষ্যে সকাল ১০:০০ ঘটিকায় ওরিয়েন্টেশন কর্মসুচীর উদ্ভোধন করেন । উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ওআরএ-এর নির্বাহী পরিচালক এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম । উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানের প্রথমেই গণসাক্ষরতা অভিযান ঢাকা থেকে আগত মো: জামিল মুস্তাক, উপকার্যক্রম ব্যবস্থাপক শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করনে এ্যাডভোসেী ওরিয়েন্টেশন-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন । অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষ অতিথি মো: আবুল কালাম আযাদ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, মো: কামরুজ্জমান উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকতা এবং সম্মানিত অংশ গ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে জনাব মো: ইকবাল, বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বীর মুক্তি যোদ্ধা এবং করিমগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সিএমসি কমিটির সম্মানিত সভাপতি মহেদয় শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করনে সর্ব শক্তি নিয়োগ করার আবেদন জানান এবং সাথে সাথে গণসাক্ষরতা অভিযান, ঢাকা এবং ওআরএ-কে এ ধরনের সুন্দর আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করনের জন্য সকল শিক্ষক মহোদয়গনকে প্রশিক্ষন থেকে প্রাপ্ত কলা কৌশল গুলো বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য এবং কিশোরগঞ্জ জেলায় এর একটি দৃষ্ঠান্ত স্থাপন করার অনুরোধ সহ সার্বিক সহযোগীতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্ভোধন ঘোষনা করেন। পরবর্তীতে অনুষ্ঠানে সভাপতি এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম কর্মসুচীতে উপস্থিত সকলকে কর্মসুচী থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত গুলো প্রত্যেকের জায়গা থেকে সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের অনুরোধ রেখে কর্মসুচীতে আর্থিক সহায়তা দান কারী সংস্থা

উদ্ধোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন উলোফলা প্রাইমারী স্কুলের সিএমসিএর সদস্য জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া।

উদ্ধোধনী অনুষ্ঠান কর্মসূচীর সার্বিক বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন মোঃ জামিল মোস্তাক, উপকার্যক্রম ব্যবস্থাপক গণস্বাক্ষরতা অভিযান, ঢাকা।

"মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন", "গণসাক্ষরতা অভিযান" ঢাকা সহ উপস্থিত সকলকে তাদের আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য সকলের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

১০. প্রথম দিনের আলোচ্য বিষয় এবং শিখন সমুহ:

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে চা-বিরতি হয়। চা-বিরতির পর প্রথম দিনের প্রথম সেশন শুরু হয় । সেশন পরিচালনা করেন এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম, প্রশিক্ষন বিষেশজ্ঞ এবং নির্বাহী পরিচালক, ওআরএ-কিশোরগঞ্জ। তিনি প্রথমেই একটি লটারীর মাধ্যমে জড়তা বিমোচন সেশনটি শুরু করেন। জড়তা বিমোচন সেশনে ছয় জন অংশগ্রহণকারীকে লটারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়াবলী পরিবেশন করার জন্য অনুরোধ করেন। (বিষয়ের মধ্যে ছিল নাচ, গান, কবিতা, অভিনয়, রাজনৈতিক বক্তৃতা ইত্যাদি)। পরবর্তীর্তেতে সহায়ক সকলের পরিচয় যেমন নাম, পদবী এবং প্রতিষ্ঠানের নাম বলতে অনুরোধ করেন। প্রত্যেকের পরিচয় পাবার পর সহায়ক সকলের অনুভূতি জানতে চান। তাদের অনুভূতির প্রতি সম্মান রেখে সহায়ক বলেন যে এটা শুধু গান কিংম্বা কবিতা বলার আসর ছিলনা। আসলে এ সেশনটির মূল উদ্দেশ্য ছিল জড়তা বিমোচন এবং সাথে সাথে "To creat learning environment." ।

এবারে সহায়ক এ কোর্স থেকে প্রশিক্ষানার্থীদের কি জানার ইচ্ছা আছে তা বলার জন্য প্রত্যেককে একটি ভিপ কার্ডে একটি করে বিষয় লিখার জন্য প্রয়োজনীয় ভিপ কার্ড এবং মার্কার পেন সরবরাহ করেন। অংশগ্রহণকারীদের থেকে প্রাপ্ত প্রত্যাশা গুলু পোষ্টার পেপারে লিখে টানিয়ে রাখেন এবং বলেন যে আগামী তিন দিনে এগুলু সম্পর্কে আমরা সকলে মিলে জানার চেষ্ঠা করব:

উল্লেখযোগ্য প্রত্যাশাগুলো হলো:

- এ্যাডভোকেসী বিষয়টি কি তা জানা ।
- শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করনে পদক্ষেপগুলো কি ?
- শিক্ষা সর্ম্পকে বিস্তারিত জানা ।
- ক্লাশে ক্ষিার্থীদের মনোযোগ বৃদ্ধি করার উপায় কি ?
- শিক্ষায় সুশাসন বলতে কি বুঝায় তা জানা ?
- শিক্ষা পরিস্থিতি উন্নয়নে করনীয় দিকগুলো কি ?
- বেতন কাঠামোর বৈষম্য দূর করার উপায় কি ? ইত্যাদি

এবারে সহায়ক আগামী তিন দিনের আলোচনা কোন নিয়মে চালানো হবে তা বলার জন্য প্রত্যেকে বলতে বলেন সহায়ক তা পোষ্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করে তা দেয়ালে লাগিয়ে রাখেন এবং সবাইকে এ নিয়মগুলো পালন করার লক্ষ্যে অনুরোধ জানিয়ে সহায়ক একটি ইংরেজী টার্ম বোর্ডে লিখেন যা **"SPERO"**। এর মানে হলো:

S= Sensitivity সংবেদনশীল
P= Participation অংশগ্রহণ
E=Experimentation যাচাই
R=Responsibility দায়িত্বশীল
O=Openness খোলামেলা

অত:পর সহায়ক এ টার্মটি সকল ক্ষেত্রে মনে চলার অনুরোধ জানিয়ে প্রথম সেশনের সমাপ্তি টানেন।

ওরিওয়ন্টেশনের সূচী পরিশিষ্ট-০১

এবারে দ্বীতিয় সেশনটি শুরু হয় দুপুর ১২:০০ থেকে। এ সেশনটিও পরিচালনা করেন এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম। সহায়ক প্রথমেই অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে শিক্ষা বলতে কি বুঝেন তা বলতে বলেন। অংশগ্রহণ কারীগন যা বলেন তা তিনি বোর্ডে লিখেন। অত:পর তিনি এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করে সংক্ষেপে বলেন য়ে

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হলো মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করা। আর তা করা যায় নিজের পরিবেশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সহায়ক অংশগ্রহণ কারীদের কাছে থেকে জানতে চান যে শিক্ষার ধারা কয়টি বা কয় ভাবে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। সকলের আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসে যে শিক্ষার ধারা তিনটি । তবে তিনটি ধারার বৈশিষ্ট্য গুলোকে সহায়ক নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে স্পষ্ট করার প্রয়াস চালান ।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বৈশিষ্ট	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বৈশিষ্ট	অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার বৈশিষ্ট
-সব কিছু সুনির্দ্দিষ্ট (যেমন ছাত্র,শিক্ষক, স্কুল গৃহ, পাঠক্রম, সময়, পরীক্ষা ইত্যাদি) - উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য আছে	-সব কিছু সুনির্দ্দিষ্ট তবে নমনীয় (যেমন ছাত্র,শিক্ষক, স্কুল গৃহ, পাঠক্রম, সময়, পরীক্ষা ইত্যাদি) - উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে তবে এক পক্ষের উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকবে । - এ শিক্ষাটি চাহিদা ভিত্তিক।	-কোন কিছু নেই (যেমন ছাত্র,শিক্ষক, স্কুল গৃহ, পাঠক্রম, সময়, পরীক্ষা ইত্যাদি) -উদ্দেশ্য বিহীন শিক্ষা

এবারে সহায়ক স্বাক্ষর ও সাক্ষর এ শব্দ দুটি সম্পর্কে অংশগ্রহণ কি জানেন তা বলতে বলেন । অংশগ্রহণ কারীদের আলোচনা শুনার পর সহায়ক বলেন যে "স্বাক্ষর" শব্দের দ্বারা শুধু মাত্র নাম দস্তখত করাকে বুঝায় এবং "সাক্ষর" সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে সাক্ষরতার সংজ্ঞার বিবর্তন আলোচনা করে সর্বশেষ ২০০৩ সালে "সাক্ষরতার" যে সংজ্ঞা নির্ধারন করা হয় তা ব্যাখা করে বলেন । তাতে বলা হয় যে ,যে বাংলা ভাষায় কথা শুনে বুঝতে পারবে,মৌখিক ও লিখিতভাবে তা প্রকাশ করতে পারবে, সমাজ পরিবেশকে বিশ্লেষন করতে পারবে, দৃশ্যমান বস্তু সামগ্রী যেমন লেখা চিত্র, পোষ্টার, ছবি, চার্ট ইত্যাদি পড়তে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং সেই সাথে দৈনন্দিন জীবনের হিসাব নিকাশ করতে পারবে তাকে বলা হয় সাক্ষর সম্পন্ন ব্যাক্তি। সহায়ক বলেন যে আর যারা লেখাপড়া জানে না তাদেরকে বলা হবে নিরক্ষর । অশিক্ষিত , মূর্খ বলে কেউ নেই একমাত্র পাগল ব্যতীত সবাই শিক্ষিত। অত:পর সহায়ক অব্যাহত শিক্ষা সম্পর্কে অংশগ্রহণ কারীদের ধারণা জেনে নিয়ে তিনি বক্তৃতা আলোচনার মাধ্যমে অব্যাহত শিক্ষা সম্পর্কে বলেন যে,যে কোন বয়সের শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিক্ষাকে ধারন করে রাখা তথা আরও উন্নততর করা । অন্য কথায় অব্যাহত শিক্ষা হলো সাক্ষর ,নব্য সাক্ষর, কিংম্বা প্রাথমিক বিদ্যালয় সমাপ্ত কারী কিংম্বা ঝড়ে পড়া ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য জীবন মান পরিবর্তন করার একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়া। অব্যাহত শিক্ষাকে কেউ চলমান শিক্ষা কিংম্বা জীবন ব্যাপী শিক্ষা বলে প্রকাশ করেছেন। তদুপরি অব্যাহত শিক্ষার একটি সুস্পষ্ট সংগা রয়েছে তা হলো ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে অষ্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত অব্যাহত শিক্ষার উপর ইউনেস্কোর উপ-আঞ্চলিক সেমিনারে বলা হয়:

সেসন পরিচালনা করছেন প্রশিক্ষন বিশেষজ্ঞ ও ওআর এ-র নির্বাহী পরিচালক এ্যাড. ফকির মো: মাজাহারুল ইসলাম

"মৌলিক সাক্ষরতা বা প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পরে মানুষের যে সব শিক্ষা প্রয়োজন বা যে সব শিক্ষা অর্জনের চাহিদা রয়েছে, তাই অব্যাহত শিক্ষা।"

ইউনেস্কোর মতে, " মৌলিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে মানুষ যে সব শিক্ষার সুযোগ চায় অথবা যে সব শিক্ষার সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোই অব্যাহত শিক্ষা।"

পরবর্তীতে সহায়ক "শিক্ষা,সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষার ধারণা" বিষয়ক হ্যান্ডআউটি অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিতরন করে তার মাঝ থেকে অব্যাহত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সবার জন্য শিক্ষা এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা বিষয়টি দলীয় ভাবে আলোচনার জন্য ১০ মিনিট করে সময় দেন। দলীয় আলোচনার পর সহায়ক প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে

বিষয়টি আরও পরিস্কার ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে রাতে বিষয়টি ভাল করে অনুধাবন করার জন্য অনুরোধ করে সেশনের সমাপ্তি ঘোষনা করেন এবং দুপুরের খাবার এবং নামাজের বিরতি প্রদান করেন ।

সংশ্লিষ্ট হ্যান্ডআউট পরিশিষ্ট-০২

দুপুরের খাবার এবং নামাযের বিরতির পর যথারীতি বিকেল দুই ঘটিকায় গণসাক্ষরতা অভিযান থেকে আগত জনাব মো: জামিল মোস্তাক সাহেব বাংলাদেশে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে সহায়ক বলেন যে অমরা সকলেই কোন না কোন ভাবে শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে জড়িত । আসুন আমরা সকলে মিলে বাংলাদেশে শিক্ষার বর্তমান পস্থিতি কি তা একটু আলোচনা করে দেখি । সহায়ক সকল প্রশিক্ষনার্থীদেরকে চারটি দলে ভাগ করে দুটি দলকে শিক্ষার বর্তমান সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করতে এবং অন্য দুটি দলকে সমস্যা সমুহ সমাধানের সম্ভাব্য কৌশল সমুহ চিহ্নিত করার জন্য ২৫ মিনিট সময় ধার্য্য করে দেন এবং প্রত্যেক দলে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করনের জন্য একজন দলপতি ও একজন উপস্থাপক নির্বাচিত করার জন্য অনুরোধ করেন । প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় আলোচনা উপস্থাপন করার জন্য তিন মিনিট করে সময় বরাদ্ধ করে দেন । সকল দলের উপস্থাপন শেষে কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা আছে কিনা তা জানতে চান এবং সে সম্পর্কে সকলের ধারণা জেনে নিয়ে তিনি মাল্টি মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা পরিস্থিতি প্রদর্শন করে এ সম্পর্কে একটি হ্যান্ড আউট বিতরন করে তা আলোচনার সাথে মিল আছে কিনা তা দেখতে বলেন এবং চা বিরতির অনুরোধ রেখে সেশসের সমাপ্তি ঘোষনা করেন ।

সংশ্লিষ্ট হ্যান্ড আউট পরিষিষ্ট-০২

বিকেলের চা নাস্তার পর যথারীতি **"শিক্ষা কার্যক্রম ও সুশাসন"** বিয়ক চতুর্থ সেশনটি পরিচালনা করেন করিমগঞ্জ উপজেলার উপজেলা শিক্ষা কর্মকতা জনাব মো:মোখলেছ উদ্দীন সাহেব । তিনি প্রথমেই অংশগ্রহণকারীদের জানতে চান যে সুশাসন বলতে কি বুয়ায়? অংশগ্রহণকারী গন যা বলেন তার সুচনা ধরেই সহায়ক তার আলোচনা বক্তৃতা-আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে শুরু করেন । অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সহায়ক সুশাসন সম্পর্কে বলতে য়েয়ে বলেন যে । 'Good Governance' এর ধারণাটি অতি সাম্প্রতিক, যা শাসন প্রক্রিয়ার বিবর্তিত রূপ এবং গণতান্ত্রিক ধারণা । শাসিতের প্রত্যাশা সুষ্ঠ শাসন নয়, সুশৃংখল ও নিয়মতান্ত্রিক শাসনকেই আমরা সুশাসন বলতে পারি । Sir Kennth Stowe (Sir Kenneth Stove was a senior British civil servant. He was principal private secretary to the Prime minister (1975-79). সুশাসনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নিম্নোক্ত নির্দেশক সমুহকে ইংগিত করেছেন । রাজনৈতিক স্বাধীনতা,বাক স্বাধীনতা এবং একটি অবাধ নির্বাচিত আইন সভা ।'

- ব্যক্তি স্বত্তার অধিকার সংরক্ষনে সংবিধান ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ।
- স্থিতিশীল মুদ্রা ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহন ।
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে সার্বিক সমাজের উন্নয়ন ।
- একটি স্বাধীন নির্বাচিত আইন সভার কাছে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা ।

তার পর সহায়ক সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপায় সমুহ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলুর উপর জোর দেন :

০১.প্রশাসনিক সংস্কার:

সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম এবং প্রধান করনীয় হলো প্রশাসনিক সংস্কার । জনপ্রশাসনের সংস্কারের মাধ্যমে অথবা প্রশাসনিক পূন:বিন্যাসের মাধ্যমে বাংলাদেশে সুশাসন নিশ্চিত করা যায় ।

০২.দুর্নীতি নির্মূল:

সিভিপিএফ রির্পোটে বাংলাদেশ সরকারকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নজর রাখতে বলা হয়েছে যেমন: ক.সরকারের ভূমিকা,খ.জননীতির ক্ষেত্রে কমিটমেন্ট,গ. নিরপেক্ষ শাসন, ঘ.আইন শৃংখলা রক্ষা করা, ঙ. বিচার পাওয়ার অধিকার চ. উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকর করা ছ.সেবা প্রদান, জ.দুর্নীতি রোধ করা, ঝ.সুশীল সমাজের ভূমিকা নিশ্চিত করা,ঞ. প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা, ট. সংসদের ভূমিকা, ঠ. গণমাধ্যমের ভূমিকা ইত্যাদি ।

০৩.গণমাধ্যমের ভূমিকা:

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে পারে আর এজন্য সত্যিকার গনমাধ্যমের প্রচার এবং প্রসারে সরকারের পূর্ন সহযোগীতার প্রয়োজন রয়েছে।

০৪. রাজনৈতিক সদিচ্ছা:

রাজনীতিবিদ, চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠী, সুশীল সমাজ এবং সরকারের নীতি নির্ধারকদের মধ্যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

ক. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা;

খ.সরকারী নিরীক্ষন কমিটি গঠন করা ;

গ. আইনের সুশাসন নিশ্চিত করা;

ঘ.ন্যায়পাল পদ প্রতিষ্ঠা করা;

ঙ.ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদদের আঁতাত পরিহার করা;

চ.সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা;

ছ.রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রোধ করা;

জ.গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করা;

ঝ.সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

পরিশেষে বলা যায় যে সুশাসনের ধারণা বহুমাত্রিক বৈশিষ্ঠের জালে আবদ্ধ। তথাপি এর বাস্তবতা হলো সামাজিক,অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর বাংলাদেশ প্রশাসন নির্ভরশীল। বাংলাদেশের সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এবং আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা, স্বাধীন এবং দক্ষ বিচার ব্যবস্থা, শক্তিশালী সরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এ সকল বিষয়গুলো সকলকে মানার অনুরোধ রেখে সহায়ক সেশসেন সমাপ্তি করেন। পরবর্তীতে দিনের মূল্যায়ন করেন গণসাক্ষরতা অভিযান থেকে আগত জনাব মো: জামিল মোস্তাক সাহেব এবং আগামী কাল সকাল ০৯:০০ ঘটিকায় যথা সময়ে ক্লাশ শুরুর প্রত্যাশা রেখে দিনের আলোচনার সমাপ্তি টানেন ।

সংশ্লিষ্ট হ্যান্ডআউট পরিশিষ্ট-০২

দিনের শিখন সমুহ :

- শিক্ষা, সাক্ষর, স্বাক্ষর, শিক্ষিত, নিরক্ষর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।
- সাক্ষরতার সংগা এবং শিক্ষার ধারা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা।
- অব্যাহত শিক্ষা ও সহশ্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা সম্পর্কে ধারণা।
- শিক্ষায় সুশাসনের মৌলিক উপাদান এবং করনীয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ।

দ্বিতীয় দিন (১২-০৯-২০১৩ ইং):

দ্বিতীয় দিন সকাল ০৯:০০ ঘটিকায় যথারীতি সেশন শুরু হয়। সেশন শুরু করেন জনাব এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম। তিনি প্রথমেই সকলকে বিগত দিনে থাকা খাওয়ার ব্যাপারে কোন অসুবিধা বা কোন সমস্যা হয়েছে কিনা তা জানতে চান। সকলের কাছ থেকে উত্তর পাবার পর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিগত দিনের আলোচনার পুনরালোচনা শুরু করেন । তিনি প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একটি করে কাগজের স্লিপ নিতে বলেন এবং কাগজে যা আছে তা আদা মিনিটে বলার জন্য বলেন। এতে করে দেখা যায় যে সকলে মিলে বিগত দিনের আলোচনার শিখনগুলোর পুনরালোচনা হয়ে যায়। সহায়ক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনার সমাপ্তি টেনে পরবর্তী অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশন "শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করনে শিক্ষক,এসএমসি,এনজিও ও স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা" বিষয়ক সেশনটি পরিচালনা করার জন্য জনাব মো: মাইন উদ্দীন সাহেবকে অনুরোধ রেখে তার সেশনের সমাপ্তি টানেন।

সহায়ক প্রথমেই সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সুত্রপাত করেন। তিনি বলেন যে এখনকার সেশনের বিষয়ের সাথে সকলেই পরিচিত এবং এ সকল বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি তথাপি আমরা এ বিষয়টি নিয়ে একটু

গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে প্রত্যেকের সীমাবদ্ধতার ভিতর থেকে কে কি করতে পারি তাই একটু দেখব। সহায়ক এ কাজটি দলীয় ভাবে করার জন্য সকল অংশগ্রহণকারীদের চারটি দলে বিভক্ত করেন। শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করনে ১ নং দলকে শিক্ষকদের ভূমিকা, দ্বিতীয় দলকে এসএমসি-এর ভূমিকা, তৃতীয় দলকে এনজিওদের ভূমিকা এবং চতুর্থ দলকে স্থানীয় প্রশাসনের কি ভূমিকা হতে পারে দলীয় ভাবে আলোচনা করে প্রত্যেক দলে একজন দলপতি, একজন রিপোর্টিয়ার নিযুক্ত করার জন্য অনুরোধ রাখেন। এ কাজটি করার জন্য ৩০ মিনিট সময় ধার্য্য করে দেন। নির্ধারিত সময়ে দলীয় কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় কাজ উস্থাপন করার অনুরোধ করেন। প্রত্যেক দলের উপস্থাপন শেষ হলে সহায়ক উন্মোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যেকের ভূমিকা স্ব স্ব জায়গা থেকে সহযোগীতার করার অনুরোধ করেন এবং তিনি বলেন যে এ ভূমিকা রাখাটা আমাদের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দিক থেকেও গ্রহণ যোগ্য। পরিশেষে সহায়ক "শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করনে শিক্ষক,এসএমসি,এনজিও ও স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা" শীর্ষক হ্যান্ডআউটি সকলের কাছে বিতরন করে তা দলীয় আলোচনার সাথে মিলিয়ে নেয়া এবং সাথে সাথে যে বিষয়টি আমাদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন যোগ্য তা বাস্তবায়নের অনুরোধ করে চা বিরতি দিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানেন।

দলীয় আলোচনায় প্রশিক্ষনার্থীগণ আলোচনার বিষয়বস্তু পোষ্টারে লিপিবদ্ধ করনে ব্যস্ত।

সংশ্লিষ্ট হ্যান্ডআউট পরিশিষ্ট-০২

চা বিরতির পর যথারীতি সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় দিনের দ্বিতীয় সেশন কিশোরগঞ্জের জেলার মাননীয় জেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা **শিক্ষা পরিস্থিতি উন্নয়নে এ্যাডভোকেসী** বিষয়ক সেশনের সুত্রপাত করেন। সহায়ক প্রথমেই অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে এ্যাডভোকেসী সম্পর্কে জানতে চান। অংশগ্রহণ কারীদের আলোচনা থেকেই সহায়ক বলেন যে এ্যাডভোসেী হলো সামাজিক,রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক, পরিবেশ,শিক্ষা ইত্যাদি নানাবিদ ক্ষেত্রে মানুষের জীবন যাত্রাকে প্রভাবিত করে এমন যে কোন বিষয়ে নীতি নির্ধারন, পরিকল্পনা প্রনয়ন ও কর্মসুচী বাস্তবায়নের সাথে যারা জড়িত তাদের প্রভাবিত করার স্বপ্রনোদিত ও সু পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার নামই হলো এ্যাডভোকেসী। সহায়ক তার আলোচনায় এ্যাডভোকেসীতে প্রভাবিত করার ক্ষেত্র সমুহ সম্পর্কে বলেন য়েঃ

- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সাথে জড়িত কর্মকর্তাবৃন্দ।
- প্রণীত বিষয়-নীতি, আইন, কর্মসুচী এবং বাজেট।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নীতি নির্ধারকদের কাছে অংশগ্রহনের সুযোগ।

সেসন পরিচালনা করছেন কিশোরগঞ্জ জেলার জেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আজহার আলী

এরপর সহায়ক পূর্বেই তৈরীকৃত ট্রান্সপারেন্সী সীটের মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিষদ ভাবে আলোচনা করেনঃ

- এ্যাডভোকেসীর প্রয়োজনীয়তা
- শিক্ষা পরিস্থিতি উন্নয়নে এ্যাডভোকেসীর প্রয়োজনীয়তা
- এ্যাডভোকেসীর বৈশিষ্ট
- এ্যাডভোকেসীর কার্যক্রম বাস্তবায়নের ধাপসমুহ।

সহায়ক এ্যাডভোকেসীর ক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যম / মিডিয়া সেক্টর একটি বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে বলে জোর দেন এবং তিনি কিছু ছবি সেশনে উপস্থাপন করেন। পরিশেষে সহায়ক সকলের মাঝে শিক্ষা পরিস্থিতি উন্নয়নে এ্যাডভোকেসী বিষয়ক হ্যান্ডআউটটি বিতরন করে তা রাত্রে ভাল করে পড়ার অনুরোধ রেখে দুপুরের খাবার এবং নামাযের বিরতি দিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানেন।

সংশ্লিষ্ট হ্যান্ডআউট পরিশিষ্ট-০২

দুপুরের খাবার এবং নামাযের বিরতির পর যথারীতি দিনের তৃতীয় সেশন "এ্যাডভোকেসীর উপাদান এবং টুলস" বিষয়ক সেশনটি জনাব জামিল মোস্তাক সাহেব শুরু করেন। মূল সেশনে যাবার পূর্বে সহায়ক ইতিপূর্বে আলোচিত সেশনের মূল পয়েন্টের উপর একটু পুনরালোচনা করে সহায়ক তাঁর সেশন শুরু করেন। সহায়ক মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে এ্যাডভোকেসীর মূল উপাদানগুলো প্রদর্শন এবং বক্তৃতা-আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে উপস্থাপন করেন। মূল উপাদানগুলো হলো:

- Issues
- Objectivies.
- Data
- Audience
- Messages
- Presentations.
- Coalition.
- Evaluation.

পরবর্তীতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান যে এ্যাডভোকেসী বাস্তবায়নের পদ্ধতি /টুলস গুলো কি হতে পারে। অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আলোচনা শুনে নিম্নোক্ত পদ্ধতির কথা বলেন:

- পোষ্টার
- লিফলেট
- চিটি পত্র (ছাপানো কিংম্বা ই-মেইল)
- ডকুমেন্টারী ফিল্ম
- ভুলেটিন,র‍্যালি, মিছিল ,জনসভা
- মানব বন্ধন
- কর্মশালা, মতবিনিময় সভা,সংলাপ,গোল টেবিল বৈঠক।
- প্রেস ব্রিফিং, ইন্টারভিও,পত্রিকায় প্রকাশ কিংম্বা নোটিশ,খোলা চিটি বিজ্ঞাপন।
- স্বাক্ষর সংগ্রহ।
- স্বারক লিপি ইত্যাদি।

সহায়ক এ পর্যায়ে সকলকে স্মরন করিয়ে দেন যে এ পদ্ধতিগুলো ব্যবহারের সময় নিজস্ব চিন্তা চেতনার মাধ্যমে ব্যবহার করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে সকল কিছু প্রযোজ্য নহে। সহায়ক এ পর্যায়ে চা-বিরতির জন্য আমন্ত্রন জানিয়ে সেশনের বিরতি দেন। চা বিরতির পর যথারীতি সেশনের শুরু করেন। এবারে সহায়ক উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো কোথায় কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় এবং সুবিধা অসুবিধা গুলো বিষয়ে বিষধ আলোচনা করে দিনের সেশনের সমাপ্তি টেনে দিনের শিখন সমুহ পর্যালোচনা করার জন্য জনাব ফকির মাজহার সাহেবকে অনুরোধ করেন। সহায়ক প্রশ্ন উত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে দিনের শিখনগুলো আলোচনা করে সকলের স্বত:স্পূর্ত অংশগ্রহনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী দিনের সেশনে সকলে সময়মত অংশ গ্রহণ করার আশাবাদ ব্যক্ত করে দিনের কর্মসুচীর সমাপ্তি টানেন।

সংশ্লিষ্ট হ্যান্ডআউট পরিশিষ্ট-০২

দিনের শিখন সমুহ :

- শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করনে শিক্ষক, এসএমসি এবং সিভিল সোসাইটির করনীয় সম্মর্কে স্পষ্ট ধারণা।
- দেশের সার্বিক শিক্ষা পরিস্থিতি উন্নয়নে করনীয়।
- এ্যাডভোকেসী সম্পর্কে ধারণা এবং এর উপাদান ও টুলস সম্পর্কে ধারণা।
- এ্যাডভোকেসীর টুলস ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ।

তৃতীয় দিন (১৩-০৯-২০১৩ ইং):

তৃতীয় দিন সকাল ০৯:০০ ঘটিকায় যথারীতি সেশন শুরু হয় । সেশন শুরু করেন জনাব এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম । তিনি প্রথমেই সকলকে বিগত দিনে থাকা খাওয়ার ব্যাপারে কোন অসুবিধা বা কোন সমস্যা হয়েছে কিনা তা জানতে চান । সকলের কাছ থেকে উত্তর পাবার পর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিগত দিনের আলোচনার পুনরালোচনা শুরু করেন । তিনি প্রথমেই প্রতিবেদন কমিটির কাছ থেকে প্রতিবেদন উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন । পরে সহায়ক প্রশ্ন উত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে বিগত দিনের আলোচনা যা প্রতিবেদনে আসেনি তা আলোচনা করেন এবং প্রতিবেদন টীমকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনার সমাপ্তি টেনে পরবর্তী অর্থাৎ তৃতীয় দিনের প্রথম সেশন "এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ধাপ ও কৌশলসমুহ" আলোচনার জন্য জনাব জামিল মোস্তাক সাহেবকে অনুরোধ রেখে তার সেশনের সমাপ্তি টানেন ।

সহায়ক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের শুরু করেন । তিনি এ পর্যায়ে প্রথমেই অংশগ্রহণ মূলক আলোচনার মাধ্যমে এ্যাডভোকেসীর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন । পরবর্তীতে তিনি এ্যাডভোকেসীর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য গুলো মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করেন:

- ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত ।আলোচনা করেন ।
- পকিল্পিতি ও অব্যাহত কর্মপ্রক্রিয়া ।
- নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে জনগনের স্বার্থ তুলে ধরা ।
- প্রণীত নীতিতে যাদের স্বার্থ বিজড়িত তাদেরকেই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা ।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত ।

এর পর সহায়ক এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ধাপ সমুহ ও ইস্যু নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন । ধাপগুলো হলো:

- ইস্যু নির্বাচন, ইস্যুভিত্তিক গবেষনা ।
- কৌশল নির্ধারন ।
- অডিয়েন্স চিহ্নিতকরন ।
- ইস্যুভিত্তিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং প্রচার ।
- বাজেট প্রণয়ন ।
- এ্যাডভোকেসী ডিজাইন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ।
- মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা ।

সহায়ক ইস্যু নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় সমুহ ওভারহেড প্রজেক্টার এর মাধ্যমে প্রদর্শন ও আলোচনার মাধ্যেমে বিস্তারিত আলোচনা করেন ।

ইস্যু নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় সমুহ হলো নিম্নরূপ:

- শিক্ষা বিষয়ক নির্দ্দিষ্ট নীতি বা বাস্তবায়ন সমস্যার কারনে কারা সমস্যাগ্রস্থ ।
- ইস্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষানীতি বা পলিসি কি রয়েছে ।
- এ ব্যাপারে শিক্ষা পলিসি আদৌ আছে কি না ।
- পলিসি থাকলে বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণগুলো কী কী ।
- এই সংক্রান্ত বিষয়ে মিডিয়ায় কোন প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে কি না ।
- শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দফতর বা কর্মকর্তাদের প্রতিক্রিয়া কি ।
- ইস্যু বাস্তবায়নে মেয়াদ কেমন হতে পারে ।
- সংস্থার দক্ষ জনশক্তি ও আর্থিক সংগতি আছে কি না ।

উরোক্ত বিষয়গুলো বিস্তারত আলোচনা করে সকলকে চা বিরতির আমন্ত্রণ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানেন ।

সংশ্লিষ্ট হ্যান্ডআউট পরিশিষ্ট-০২

চা বিরতির পর যথারীতি সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় পুনরায় দ্বিতীয় সেশন জনাব মো: নজরুল ইসলাম সাহেব "শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করনে এ্যাডভোকেসীর ক্ষেত্র সমুহ" সম্পর্কে আলোচনা করেন। সহায়ক ওভারহেড প্রজেক্টর এর মাধ্যমে প্রদর্শন ও আলোচনার মাধ্যেমে এ্যাডভোকেসীর ক্ষেত্র সমুহ এর কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কৌশল গুলো হলো:

- সমঝোতা ও দর কষাকষি।
- স্বল্প মেয়াদী মৈত্রী গঠন।
- নেট ওয়ার্ক
- সামাজিক সমাবেশন।
- লবিং

সহায়ক প্রত্যেকটি কৌশল-এর সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন তবে তিনি কৌশল অবলম্ভন-এর ক্ষেত্রে নিজস্ব চিন্তা চেতনা থেকে কাজ করার জন্য অনুরোধ রেখে দুপুরের নামাজ ও খাবারের আমন্ত্রণ জানিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানেন।

সংশ্লিষ্ট হ্যান্ডআউট পরিশিষ্ট-০২

দুপুরের খাবার এবং নামাযের বিরতির পর যথারীতি দিনের তৃতীয় সেশন স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিতকরনে এ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল বিষয়ক সেশনটি জনাব জামিল মোস্তাক সাহেব শুরু করেন। তিনি মাল্টি মিডিয়ার মাধ্যমে একটি এ্যাডভোকেসী কর্মসুচির পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমুহ এবং প্রতিটি ধাপে করনীয় কাজটি সম্পর্কে আলোচনা করেন। ধাপগুলো হলো ধাপ-১; পলিসি বিশ্লেষন, ধাপ-২; এ্যাডভোকেসির বিকল্প কৌশল নির্ধারন, ধাপ-৩; এ্যাডভোকেসির কৌশল সংশোধন/ পরিমার্জন, ধাপ-৪; এ্যাডভোকেসির পরিকল্পনা প্রণয়ন। পরিশেষে সহায়ক সার্বিক কোর্সের পর্যালোচনা করে তিন দিনের আলোচনা শেষ করেন এবং সবাইকে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপনী অধিবেশনে যোগ দেয়ার মন্ত্রণ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানেন।

সংশ্লিষ্ট হ্যান্ডআউট পরিশিষ্ট-০২

১১.ওরিয়েন্টেশন কর্মসুচীর সমাপনী অধিবেশন:

১৩-০৯-২০১২ ইং তারিখ বিকেল ০৪:০০ ঘটিকায় ওরিয়েন্টেশন কর্মসুচীর সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জ উপজেলার মাননীয় উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মো: জনাব আলী এবং বিশেষ অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা, গণসাক্ষরতা থেকে আগত জনাব মো: জামিল মোস্তাক সাহেব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ওআরএ-এর কার্য নির্বাহী পরিষদের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো: আলী আকবর সাহেব। সকল অতিথী বক্তাগন কর্মসুচীটি একটি যোগ-উপযোগী পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেন এবং সাথে সাথে প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে এ ধরনের কর্মসুচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুরোধ রাখেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব আলী আকবর সাহেব উপস্থিত সকলকে বিশেষ করে প্রধান অতিথী, বিশেষ অতিথী সহ সকল অংশগ্রহণ কারীদের সংস্থার এবং গণসাক্ষরতার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান। তিনি দাতা সংস্থা সহ গণসাক্ষরতা অভিযানকে এ ধরনের কর্মসুচী বাস্তবায়নের জন্য ধন্যবাদ জানান। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সবাইকে চা চক্রের আমন্ত্রণ জানিয়ে কার্যক্রমের সমাপ্তি টানেন।

শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিতকরণে এ্যাডভোকেসি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচীর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি করিমগঞ্জ উপজেলার উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মো: জনাব আলী

১২.ভবিষ্যৎ উন্নয়নে সুপারিশ সমূহঃ

- শিক্ষায় সুশান নিশ্চিত করনে এ্যাডভোকেসী ওরিয়েন্টেশন কর্মসুচীটি প্রতিটি উপজেলা ভিত্তিক করা হলে কর্মসুচীর উদ্দেশ্য অর্জন সহজ ও সফল হবে।
- এ্যাডভোকেসী ওরিয়েন্টেশন কোর্সে মানব যোগাযোগা বিষয়ক কিছু বিষয় রাখলে ভাল হত ।
- ওরিয়েন্টেশন কর্মসুচীতে গঠিত শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক কমিটিকে বেগবান করতে কিছু সুনির্দ্দিষ্ট গাইড লাইন দেয়া প্রয়োজন ।
- কর্মসুচীর ফলো-আপ কর্মসুচী রাখার ব্যবস্থা করা হলে কর্মসুচীর সফল বাস্তবায়ন সহজ হবে।
- শিক্ষা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখা ।

১৩.উপসংহারঃ

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড এ কথা আমরা সকলেই জানি। এ শিক্ষা হলো সু-শিক্ষা। একজন ব্যাক্তি সু শিক্ষায় শিক্ষিত হলে তার দ্বারা কোন নিয়ম বহির্ভূত কাজ করা সম্ভব হয়না। কিন্তু এ শিক্ষাটি কেন যেন হয়ে উঠছেনা। শিক্ষার এরকম একটি দুর্যোগ মূহুর্তে গণসাক্ষরতা অভিযানের এরকম একটি কর্মসুচী প্রশংসার দাবী রাখে। তবে এ কর্মসুচীকে আরও ব্যাপক আকারে আরম্ভ করা দরকার তা ছাড়া শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষা থেকে রাজনীতি প্রভাব মুক্ত করতে হবে। শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ চলমান প্রক্রিয়ায় শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিকে বেগবান করার লক্ষ্যে কিছু সুনির্দ্দিষ্ট গাইড লাইন এবং কিছু কর্মসুচী দেয়া আবশ্যক। ওআরএ-কে এরকম একটি কর্মসুচী বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সহযোগীতা করার জন্য গণসাক্ষরতা সহ দাতা সংস্থাকে সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

কর্মসুচী সংক্রান্ত কিছু ছবি পরিশিষ্ট-০৩

পেপার কাটিং পরিশিষ্ট-০৪

পরিশিষ্ট-০১

শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক এ্যাডভোকেসি ওরিয়েন্টশন কর্মসুচীর সময়সুচী

শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক অ্যাডভোকেসি ওরিয়েন্টেশন

যৌথ আয়োজনে গণসাক্ষরতা অভিযান ও ওআরএ কিশোরগঞ্জ

স্থান: ওআরএ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

১১-১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২,

■ সূচি ■

দিন / সময়	প্রথম দিন মঙ্গলবার ১১.০৯.২০১২	দ্বিতীয় দিন বুধবার ১২.০৯.২০১২	তৃতীয় দিন বৃহস্পতিবার ১৩.০৯.২০১২
৯:০০ থেকে ১১:০০	উদ্বোধন, প্রত্যাশা ও নীতিমালা	শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিতকরণে শিক্ষক,এসএমসি,এনজিও ও স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা	অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ধাপ ও কৌশলসমূহ
১১:৩০ থেকে ১:০০	শিক্ষা সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা	শিক্ষা পরিস্থিতি উন্নয়নে অ্যাডভোকেসি	শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিতকরণে অ্যাডভোকেসির ক্ষেত্রসমূহ
২:০০ থেকে ৩:৩০	বাংলাদেশে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি	ক্রমশ: অ্যাডভোকেসির উপাদান ও টুলস	স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিতকরণে অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল
৩:৪৫ থেকে ৫:১৫	শিক্ষা কার্যক্রম ও সুশাসন	ক্রমশ:	কোর্স পর্যালোচনা ও সমাপনী

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

- প্রতিদিন সকাল ৯:০০ টা হতে ৯:৩০ টা পর্যন্ত সময়কালে পূর্বদিনের আলোচনার উপর পর্যালোচনা।
- প্রতিদিন সকাল ১১:০০ টা হতে ১১:৩০ টা পর্যন্ত চা বিরতি, দুপুর ১:০০ টা হতে ২:০০টা পর্যন্ত মধ্যাহ্ন বিরতি এবং বিকেল ৩:৩০ টা হতে ৩:৪৫ পর্যন্ত সময়কালে চা বিরতি।
- প্রতিদিন ৫:১৫ থেকে ৫:৩০ পর্যন্ত সারাদিনের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ পর্যালোচনা ও পরবর্তী কর্মসূচি প্রণয়ন।

পরিশিষ্ট-০২

শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক এ্যাডভোকেসি ওরিয়েন্টশন কর্মসূচীর হ্যান্ডআউট সমুহ